

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 তত্ত্ববিধায়ক প্রকৌশলী (সওজ) এর কার্যালয়
 এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
 সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
 ফোন নং-৮৮৭৯৩০২, ফ্যাক্স-৮৮৭৯৩৭৫
 ই-মেইল-semis@rhd.rhd.gov.bd.

স্মারক নং- এন, আর-চট্টঃ ৩৪/২০১৯ (৬) MIS

তারিখ :- ২/৮/১৯

বিষয়ঃ চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগাধীন হাটহাজারী -ফটিকছড়ি-মানিকছড়ি-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়কের ১৪তম কিঃ মিঃ এ চট্টগ্রাম জেলার হাট হাজারী উপজেলাধীন পশ্চিম ফরহাদাবাদ মৌজায় বাসিন্দার নিমিত্তে যাতায়াতের জন্য সওজ অধিগ্রহনকৃত ভূমি হতে ১১.৪৮ শতাংশ ভূমি আবাসিক প্রবেশপথ হিসাবে ইজারা অনুমোদন প্রসঙ্গে।
আবেদনকারীঃ জনাব মোঃ নুরুল আলম, পিতা-মোহাম্মদ দেলা মিয়া, ফরহাদাবাদ হাট হাজারী, চট্টগ্রাম।

সূত্রঃ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, চট্টগ্রাম জোন, চট্টগ্রাম এর স্মারক নং- ৮/৪-২৫/ চট্টঃ জোন তাৎ- ০৭/০১/২০১৯খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রেস্থ স্মারক মারফত সম্মানের সহিত জানানো যাচ্ছে যে, চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগাধীন হাটহাজারী -ফটিকছড়ি-মানিকছড়ি-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়কের (আর-১৬০১) ১৪তম কিঃ মিঃ এ চট্টগ্রাম জেলার হাট হাজারী উপজেলাধীন পশ্চিম ফরহাদাবাদ মৌজায় বাসিন্দার নিমিত্তে যাতায়াতের জন্য সওজ অধিগ্রহনকৃত ভূমি হতে ১১.৪৮ শতাংশ ভূমি আবাসিক প্রবেশপথ হিসাবে ইজারা অনুমোদন প্রসঙ্গে।
আবেদনকারীঃ জনাব মোঃ নুরুল আলম, পিতা-মোহাম্মদ দেলা মিয়া, ফরহাদাবাদ হাট হাজারী, চট্টগ্রাম।

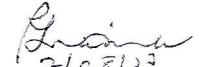
শর্ত সমূহঃ

- ১। এ অনুমতি ১০(দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
- ২। ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে অনুমোদিত টাকা নির্ধারিত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ বরাবর জমা প্রদান করতে হবে।
- ৩। আবাসিক প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ১২(বার) ফুট। তবে প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।
- ৪। কোনোক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
- ৫। প্রবেশপথ / সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে।
- ৬। ইজারাকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিপদপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী স্থাপনা ঘেরনা- ব্রিজ/পাইপ কালভার্ট/ বক্স ক্লেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্ববিধানে করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট তত্ত্ববিধায়ক প্রকৌশলী বিয়ৱাতি নিশ্চিত করবেন;
- ৭। ইজারাকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
- ৮। ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত ফি সমূহ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন ব্যবস্থা যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন ক্ষতিপূরণ দারী করতে পারবেন না;
- ৯। ইজারাকৃত ভূমিতে বা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
- ১০। ইজারাকৃত ভূমিতে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
- ১১। ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়;
- ১২। কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে, কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৩। ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত সকল ফি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।
- ১৪। চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০(ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ র্দ্বে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের

প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল হেচে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আগতি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং মোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল, কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তর বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১নম্বর শর্তের কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

- ১৫। ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নির্ধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাল পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যক্তিকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত ফি সমূহ ও বাংসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে।
- ১৬। মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;
- ১৭। উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ১৮। সওজ ভূমি সফটওয়্যারে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- ১৯। এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি বিধান মেনে চলতে হবে।
- ২০। বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নয়াই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি চুক্তি সম্পাদনের ১(এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর বরাবর প্রেরনের জন্য অনুরোধ করা হলো।


21/08/19
(রোশনি-এ-ফাতিমা)

পরিচিতি নং-০০০৩৯০
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (চঃ দাঃ), সওজ
এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

বরাবর

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
চট্টগ্রাম জোন, চট্টগ্রাম।

অনুলিপি ৪ সদয় জ্ঞাতার্থে :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁর ডাইরী নং- ১৪৭৬-পঃ পঃ তাঁ-
২৫/০৩/২০১৯ইঁ এর প্রেক্ষিতে।
- ২।  অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইঁ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সওজ, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ওয়েবসাইটে প্রকাশের
জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, চট্টগ্রাম।
- ৬। জনাব মোঃ নুরুল আলম, পিতা-মোহাম্মদ দেলা মিয়া, ফরহাদাবাদ হাট হাজারী, চট্টগ্রাম।